গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কৃষকের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে বিদ্যুতায়িত হয়ে সিরাজুল ইসলাম বাঘ (৭০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত সিরাজুল ইসলাম গাংনী উপজেলার কাজিপুর বর্ডার পাড়া গ্রামের নঈমুদ্দিন বাঘের ছেলে।

স্থানিয় ইউপি সদস্য আজিজুল ইসলাম জানান, আজ বেলা সাড়ে ১২টার দিকে সিরাজুল ইসলাম মাঠ থেকে গরু-ছাগলের জন্য ঘাসপাতা কেটে নিয়ে বাড়ির উঠানে রাখার সময় মোটরের বৈদ্যুতিক তার ছিড়ে শরীরে স্পর্শ করলে গুরুতর আহত হন। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তদন্ত মনোজ কুমার নন্দী জানান, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্ত শেষে মরদেহ পরিবারের সদস্যদের কাছে দেওয়া হবে।

গাংনীতে স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

দীর্ঘ দেড় যুগ পরে গাংনীতে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৩৯ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবক দলের ৩৯ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গাংনী উপজেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিনশেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়। এর আগে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কার্যালয়ের সামনে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক সাবেক কাউন্সিলর এনামুল হক।

আলোচনা সভায় ভার্চুয়ালী যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ- সভাপতি শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক শহিদুল ইসলাম।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলাম নাসির, গাংনী পৌর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ইনসারুল হক ইন্সু,পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা,পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জামাল উদ্দীন, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহবায়ক অ্যাডাম সুমন, বিএনপি নেতা সোহরাব হোসেন প্রমুখ । সভাটি সঞ্চালনা করেন জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী।

বক্তারা বলেন, সৈরাচারী ফ্যাসিষ্ট হাসিনা নিরীহ ছাত্র জনতার উপর গুলি চালিয়ে গণহত্যা করেছে। খুনি হাসিনাসহ তার দোসরদের বিচার এই বাংলার মাটিতেই হবে। পরাজিত খুনি হাসিনার দোষররা এখনো দেশে অশান্তি, নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা লিপ্ত আছে।

বক্তারা আরও বলেন, খুনী শেখ হাসিনা পালিয়ে গেলেও দেশের মধ্যে গোপন ষড়যন্ত্র চলছে। সৈরাচারী হাসিনা বিগত ১৭ বছর আমাদের পথে নামতে দেয়নি। আমাদের নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা নাশকতার মামলা দিয়ে হয়রানি করেছে। মিছিলে উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে শত শত নেতা কর্মী অংশগ্রহন করে এবং খুনি হাসিনা বিরোধী নানা শ্লোগান দেয়।

গাংনীতে খালেক ও আহম্মেদ আলীসহ ৩৭ জনের নামে মামলা, অজ্ঞাত আরো ১০০ জন

মেহেরপুরের গাংনীতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের উপর হামলার ঘটনায় সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মী গাংনী পৌরসভার চৌগাছা গ্রামের জুলফিকার আলীর ছেলে রেজানুল হক ইমন (২৫) বাদী হয়ে ধারা ২০০৯ সাল (সংশোধনী/২০১২) এর সন্ত্রাস বিরোধী আইনের ৬(২)/৭(৫)/৭(৬)(ক)/৭(৬)(খ)/১০/১১/২/১৩ ধারায় বিজ্ঞ “সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আদালতে” মামলাটি দায়ের করেন। গাংনী থানার মামলা নং-১১, তারিখ-২০/০৮/২০২৪ মামলাটি আমলে নিয়ে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মঞ্জুরুল ইমাম গাংনী থানাকে এফআইআরের নির্দেশ দেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে মামলাটি এফআইআরভ’ক্ত করা হয়েছে। আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

মামলায় প্রধান আসামি করা হয়েছে গাংনী বাসস্ট্যান্ড এলাকার তোতা মিয়ার ছেলে ছাত্রলীগ কর্মী তন্ময়।

মামলার অন্যান্য আসামিরা হলেন, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কসবা গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে বিপ্লব হোসেন (৩০), সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শিশিরপাড়া গ্রামের খলিলুর রহমানের ছেলে জীবন আকবর (৩০), গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ধর্মচাকী গ্রামের মৃত ইসমাইলের ছেলে শাহিনুজ্জামান (২৫), চৌগাছা গ্রামের হান্নানের ছেলে ছাত্রলীগ নেতা পিন্টু (২৮), গাংনী মাদ্রাসাপাড়ার খোকন দেওয়ানের ছেলে রেজাউল হক (২৫), গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু (৩৮), চৌগাছা গ্রামের মৃত সিরাজুল ইসলামের ছেলে যুবলীগ নেতা মিলন (৪০), জালশুকা গ্রামের জমসেদ আলীর ছেলে ছাত্রলীগ নেতা ওবায়দুল (২৫), চৌগাছা গ্রামের মৃত আজিমের ছেলে রকিব(৩৮), থানাপাড়া এলাকার ইব্রাহিম জোয়ার্দারের ছেলে

হাবিবুর(২৮), শিশিরপাড়া গ্রামের খলিলের ছেলে রমজান আলী (৪৫), মৃত মকবুল হোসেনের ছেলে বান্টু (৫০), গাংনী বাজারপাড়া এলাকার মৃত মোজাহার আলীর ছেলে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক (৫৭), মৃত নুর হকের ছেলে গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলী, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার পাশা, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু, বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমল, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক (২২), শিমুলতলা গ্রামের হারান মন্ডলের ছেলে রাশি (৪০), জোড়পুকুর গ্রামের ফড়ং এর ছেলে ইমারুল (৪০), খোকার ছেলে ফয়সাল (৪০), ময়নাল হকের ছেলে খোকন (৪৫), হাবিবুর রহমানের ছেলে হাসান (৩৮), গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম (৫০), গাংনী বাজারপাড়া এলাকার হাসেম ফকিরের ছেলে মনি (৪০), হাড়িয়াদহ গ্রামের ইয়ার আলীর ছেলে ও রাইপুর ইউনিয়নের সদস্য (মেম্বর) রাজু আহমেদ (৪০), গাংনী উত্তরপাড়া এলাকার সাবেক ছাত্রলীগের নেতা ও এমপি মকবুল হোসেনের পিএস শাহিদুজ্জামান শিপু (৪০), নওপাড়া গ্রামের কছিমদ্দীনের ছেলে ইয়ারুল ইসলাম (৫০), মুকুল হোসেন (৪৫), গাংনী র্যাব ক্যাম্পপাড়া এলাকার জালাল উদ্দীনের ছেলে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা জুবায়ের হোসেন উজ্জল (৪০), চৌগাছা গ্রামের মৃত জুলহাসের ছেলে উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মজিরুল ইসলাম মিয়া (৫৫), মেহেরপুর ভূমি অফিসপাড়া এলাকার খবির উদ্দীনের ছেলে তুফান (৫২) সদর উপজেলার বুঁড়িপোতা গ্রামের মো: মামুন (৩৮) ও মো: সুমন (৩৫)।

মামলার বাদি রেজানুল হক ইমন বলেন, আদালতে এজাহার দিলে বিজ্ঞ বিচারক মামলাটি আমলে নিয়ে গাংনী থানাকে এফআইআর করার নির্দেশ দিয়েছেন।

জানা গেছে, গত ৩০ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ঢাকায় আন্দোলন চলাকালীন সময়ে নিহত ও আহত হওয়ার ঘটনায় উপজেলা শহীদ মিনারে মোমবাতি প্রজ্বলন করতে গেলে আসামিরা দেশিয় অস্ত্র নিয়ে তাদের উপর হামলা চালায়।

আসামীগণসহ অজ্ঞাত আরো ১০০ জন অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা পূর্বপরিকল্পিত ভাবে ধারালো রামদা, কিরিচ, লোহার রড, বাঁশের লাঠি সহ এসে ভয়ভীতি, খুন, জখম করার উদ্দেশ্যে হামলা চালায়। তখন আন্দোলনরত বৈষম্য বিরোধী ছাত্র ও তাদের অভিভাবক এবং জনসাধারণ

ভিতি সন্ত্রস্ত্র হয়ে পড়ে। আসামীদের হামলায় এদিক সেদিক ছোটাছুটি করাকালীন আসামীরা ছাত্র ও উপস্থিত জনতাকে খুন জখমের হুমিক প্রদান করে। আসামীগণের প্রকাশ্য হুকুমে অন্যান্য আসামীগণ সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করে।

মেহেরপুর ও গাংনীসহ ৩২৩ পৌর মেয়র অপসারণ

মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, গাংনী পৌরসভার মেয়র আহমেদ আলীসহ দেশের ৩২৩ পৌরসভার মেয়রকে অপসারণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে স্থানীয় সরকার বিভাগ। এসকল মেয়রগণ বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

গতকাল রবিবার (১৮ আগস্ট) উপসচিব মো. মাহবুব আলম স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ এর ধারা ৩২(ক) প্রয়োগ করে বাংলাদেশের নিম্নবর্ণিত পৌরসভার মেয়রগণকে স্ব স্ব পদ হতে অপসারণ করা হলো।

১৬ আগস্ট সরকারি এক তথ্য বিবরণীতে জানানো হয়, বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যাবশ্যক বিবেচনা করলে সরকার জনস্বার্থে কোনো সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার মেয়র এবং কাউন্সিলরকে অপসারণ করতে পারবে। একইভাবে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানদের অপসারণ করতে পারবে। একই সঙ্গে এগুলোতে প্রশাসক নিয়োগ দিতে পারবে সরকার।

গাংনীর কাথুলী ইউপিতে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনীতে আইনশৃঙ্খলা, উন্নয়ন ও সেবা প্রত্যাশীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার সকাল দশটার সময় কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান রানা।

এ সময় ১ নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য বাবুল হোসেন, ২ নং ওয়ার্ড সদস্য জিনারুল ইসলাম, ৩ নং ওয়ার্ড সদস্য আশরাফুল আলম, ৫ নং ওয়ার্ড সদস্য ফারুক হোসেন, ৬ নং ওয়ার্ড সদস্য মোঃ হোসাইন, ৭ নং ওয়ার্ড সদস্য আজমাইন হোসেন, ৮ নং ওয়ার্ড সদস্য কাদের আলী, ৯নং ওয়ার্ড সদস্য আনারুল ইসলাম, সংরক্ষিত আসনের সদস্য ফরিদা বেগম, জোছনা আরা, আরিফা খাতুন ও ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা ইফতেখার আহমেদ সহ এলাকার সেবা প্রত্যাশী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় এলাকায় শান্তির শৃঙ্খলা রক্ষা, এলাকার উন্নয়ন, জনগণের সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

“ছাত্র জনতার বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন যেন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়”–বিএনপি নেতা মাহবুব

তিনবারের প্রধানমন্ত্রী, বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার ৭৯ তম জন্মবার্ষিকী এবং বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার (১৬ আগস্ট) বিকালে ভবানীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে

ভবানীপুর গ্রাম বিএনপি এ আয়োজন করে।

ভবানীপুর গ্রাম বিএনপির সভাপতি জারজিস হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, কাজীপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মতিউর রহমান মোল্লা।

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইকবাল হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, গাংনী পৌর বিএনপির ২ নং ওয়ার্ডের সভাপতি মোহাম্মদ সুলেরি আলভী, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি শান্ত আহম্মদ বিশ্বাস প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান বলেন, ছাত্র জনতার বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন যেন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় সেই লক্ষ্যে আমাদের আগামী দিনের গণতন্ত্র এগিয়ে নিতে হবে। প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে কেউ যেন কারো ওপর আক্রমণ না করে। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশ মোতাবেক জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। দীর্ঘ আঠারো বছর পর কয়েক হাজার নেতাকর্মীর অংশগ্রহণে এক আবেগ ঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ যেন এক রাজনীতির মিলন মেলা।

“স্বৈরাচারী হাসিনার পতনে দেশের গণতন্ত্র মুক্তি পেয়েছে”-আসাদুজ্জামান বাবলু

তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার ৭৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গাংনীতে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল করেছে উপজেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠন।

আজ শুক্রবার (১৬ আগস্ট) বিকালে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন

বিএনপির উদ্যোগে সাহারবাটি ইয়ূথ ক্লাব চত্ত্বরে এই মিলাদ মাহফিল ও দোয়ার আয়োজন করা হয়।

সাহারবাটি গ্রাম বিএনপি আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু।

সাহারবাটি গ্রাম বিএনপির সভাপতি জামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাহারবাটি কৃষকদলের সভাপতি জাহিদুল হক রাজুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, গাংনী পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা ডাকু, বিএনপি নেতা শাজাহান সেলিম, আশাদুল ইসলাম আশা, সাহারবাটি ইউনিয়ন বিএনপির ৯ ওয়ার্ডের সাবেক সভাপতি গোলাম রহমান, সাহারবাটি ইউনিয়ন কৃষকদলের সাধারন সস্পাদ আবুল কালাম, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক মনিরুজ্জামান মনি, ঢাকা কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম সস্পাদক এম রাশেদুল ইসলাম রাশেদ, গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি জুনায়েদ আহমেদ, সাবেক ছাত্রনেতা শাহিবুল ইসলাম। এসময় বিএনপি ও অঙ্গ সংঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, হাজারো ছাত্র তাদের বুকের তাজা রক্ত দিয়ে এই দেশকে দ্বিতীয় দফায় স্বাধীন করেছে। ছাত্রদের বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের সেই স্বাধীনতা ধরে রাখতে হবে। এখন প্রতিশোধ নয়, সবাইকে নিয়ে দেশ গড়তে হবে।
তিনি আরো বলেন, স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পতনে দেশের গণতন্ত্র মুক্তি পেয়েছে।

খালেদা জিয়া সুস্থ হয়ে আবারও ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় গিয়ে দেশ পরিচালনা করবেন। তারেক রহমান দেশে ফিরে গণমানুষের কাণ্ডারি হবেন।

এসময় শহিদ ছাত্রদের রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। এছাড়া মাহফিল থেকে দেশ-জাতির মঙ্গল ও খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমানের দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়।

বিএনপির খণ্ড খণ্ড মিছিল গাংনী উপজেলা শহর জনসমুদ্রে পরিণত

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার দোসরদের বিচারের দাবিতে মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপির তিনটি গ্রুপ পৃথকভাবে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। কর্মসূচিকে ঘিরে সকাল থেকেই বিভিন্ন এলাকা থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে বিএনপির নেতাকর্মীরা গাংনী উপজেলা শহরে অবস্থান করেন। পরে একে একে গোটা এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয়।

যার কারণে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। মিছিল থেকে গণহত্যার দায়ে বিএনপি ও ছাত্র-জনতা শেখ হাসিনা ও তার দোসরদের ফাঁসি দাবি করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার এলাকা থেকে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনের নেতৃত্বে একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে হাসপাতাল বাজার হয়ে শহীদ আবু সাঈদ চত্বরে (অস্থায়ীভাবে স্থাপিত) এসে শেষ হয়।

বিএনপি নেতা মোস্তাফিজুর রহমান বাবলুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সহসভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী উপজেলা বিষয় সহসভাপতি আব্দুর রউফ, নাসির উদ্দিন, গাংনী পৌরসভার কমিশনার নাছির উদ্দীন, সাবেক কমিশনার আব্দুল্লাহেল মারুফ পলাশ, বিএনপি নেতা শহিদুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা ছাত্র দলের সাবেক সভাপতি আব্দুল হান্নানসহ বিএনপি, কৃষকদল, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলা বিএনপির একাংশ ও জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের উদ্যোগে বিশাল বিক্ষাভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিক্ষোভ মিছিলটি উপজেলা বিএনপির রাজনৈতিক কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে হাসপাতাল বাজার ঘুরে দলীয় কার্যালয়ের সামনে শেষ হয়। পরে আয়োজিত সমাবেশ সভাপতিত্ব কনেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান রেজাউল হক। প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বিশ্বাস, জেলা ছাত্র দলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, জেলা মহিলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লাইলা আরজুমান বানু শিলাসহ বিএনপির নেতৃবৃন্দ। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

একই সময় বৃহস্পতিবার দুপুরে গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু’র নেতৃত্বে অপর একটি মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী হাসপাতাল বাজার এলাকায় দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে বড়বাজার এলাকা ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে আয়োজিত সমাবেশ বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু,মেহেরপুর জেলা কৃষকদলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান, গাংনী পৌর বিএনপির ২ নং ওয়ার্ডের সভাপতি সুলেরি আলভী, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেনসহ বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীবৃন্দ।

পৃথক পৃথক সমাবেশে বক্তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, ফ্যাসিবাদী হাসিনাকে পুনর্বাসনের যেকোনো চক্রান্ত বিএনপি ও এদেশের ছাত্র-জনতা রক্ত দিয়ে হলেও প্রতিহত করবে। বিএনপি ও ছাত্র-জনতার গণআন্দোলনসহ বিগত ১৫ বছরে দেশে নির্বিচারে গুম, খুনের বিচার করতে হবে।

তারা বলেন, এখনো যারা শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী শাসনের পক্ষে আছেন তাদের চিহ্নিত করে সাজা নিশ্চিত করতে হবে। জুলুমের বিচার করতে হবে।

নিরীহ ছাত্র-জনতাকে হত্যাকাণ্ডের দায়ে খুনি শেখ হাসিনাসহ তার সহযোগীদের ফাঁসির দাবি জানান তারা।

গাংনীতে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে বাড়ি ঘরে হামলা, ভাংচুর ও লুটপাটের অভিযোগ

জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে বাড়ি ঘরে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ তুলেছেন মিলন হোসেন। মিলন হোসেন গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের বাসিন্দা।

মিলন হোসেন অভিযোগ করেন, আট কাঠা জমি নিয়ে হামলাকারীদের সাথে দীর্ঘদিন মামলা চলে আসছে। এই মামলার জের ধরে গত ৬ আগষ্ট ভোররাতের দিকে চাচাত ভাই, কাওছার আলীর, খোকন, দেলশাদ, জব্বার, রকিবুল হাসিবুল, রেবেকা, লালভানু, রিপাসহ তাদের লোকজন আমার বাড়িতে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ব্যাপক লুটপাট ও ভাঙচুর করে।

এসময় তারা আমার বাড়ির উঠানে থাকা একটি স্যালোইঞ্জিন চালিত আলগামন, বাইসাইকেল, মোটরসাইকেল, ঘরে থাকা ফ্রীজ, ফ্যান, সাব বাকস, সেলাইমেশিন, ঘরের জানালা দরজা ভাঙচুর, বিদ্যুতের মিটার, ড্রেসিং টেবিল, খাট, টেলিভিশনসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। এছাড়া গ্যাসের চুলা, রাইস কুকার, পেশার কুকার, একটি স্বর্ণের চেইন ও টাকা ছিনতাই করে নিয়ে গেছে।

এসময় ঠেকাতে গেলে আমার ভাই, নাজমুল ইসলাম তার স্ত্রী রেহেনা খাতুন ও বৃদ্ধা মাতা নুছিলা খাতুনকে মারপিট করে। তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এ বিষয়ে গাংনী থানায় অভিযোগ দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

৭ বছর পর পরিবার ফিরে পেলো মানসিক প্রতিবন্ধী জাহাঙ্গীর

হারানোর সাত বছর পর প্রতিবন্ধী জাহাঙ্গীরকে কাছে পেয়ে

আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন স্বজনরা। ভাইকে বুকে টেন নিয়ে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করেন বড় ভাই আব্দুর রহমান।

গতকাল বুধবার বিকালে মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশ ও বর্ডারগার্ড বাংলাদেশের সদস্যরা প্রতিবন্ধী জাহাঙ্গীর (৩৫) কে তার স্বজনদের হাতে তুলে দেন।

জাহাঙ্গীর মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলার নিলাম্বরপট্টি এলাকার মৃত আমির উদ্দিনের ছেলে।

বড় ভাই আব্দুর রহমান বলেন, ৭ বছর আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল মানসিক প্রতিবন্ধী জাহাঙ্গীর। মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজন জাহাঙ্গীরকে খুঁজতে সাত বছর পথে পথে ঘুরছিল। অবশেষে সৃষ্টিকর্তার দয়ায় এবং বিজিবি ও পুলিশের সহযোগিতায় প্রতিবন্ধী ভাই জাহাঙ্গীরকে আবার ফিরে পেলাম।

তিনি জানান, জাহাঙ্গীরের বয়স এখন ৩৫ বছর। ৭ বছর আগে হারিয়ে যাওয়ার পর সব কিছু ভূলে গেলেও রক্তের বাধন কখনও ছিন্ন হয়নি। স্বজনদের দেখা মাত্রই সে অতি সহজে চিনে নিয়েছে।

আব্দুর রহমান বলেন, সংসারের স্বচ্চলতা ফেরাতে জাহাঙ্গীর কুয়েতে গিয়েছিল। সেখানে দুই বছর থাকার পর মাথায় সমস্যা দেখা দেই। পরে বাড়ি এসে ঢাকাতে একটি বেসরকারি হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছিল। বাড়ি থেকে বের হয়ে চলে যাবে ভেবে শিকল পরিয়ে রাখা হতো তাকে। আমি কাজের জন্য বাহারাইন যায়। সেখানে যাওয়ার পর আর ভাইয়ের সাথে দেখা হয়নি। জাহাঙ্গীর স্থানীয় একটি মাদ্রাসাতে হাফেজি পড়েছে। জাহাঙ্গীরকে গ্রহণের সময় বড় ভাবি ফুলবানু নেছা, ভাতিজা মূর্শেদ আলম, গণ্যমান্য ব্যাক্তি পান্নু শেখ উপস্থিত ছিলেন।

জাহাঙ্গীরের ভাতিজা মূর্শেদ আলম বলেন, চাচা জাহাঙ্গীর সাত বছর আগে বাড়ি থেকে সবার অজান্তেই বের হয়েছিল। এরপর আর ফিরে আসেননি। আমরা অনেক খোঁজাখুজি করেছি, কিন্তু পাইনি। তার বাবা তাকে খুঁজে না পেয়ে এক সময় মারা যান। এ অবস্থায় গত ১৩ আগষ্ট আমাদের সিঙগাইর থানা পুলিশ আমাদের খোঁজ দেন। পুলিশের কাছ থেকে নিশ্চিত হয়ে তাকে নিতে গাংনী থানায় আসি আমরা। সাত বছর পর চাচাকে পেয়ে আমরা খুব খুশি। এজন্য বিজিবি ও গাংনী পুলিশকেও ধন্যবাদ জানাই।

৪৭ বিজিবির খাঁসমহল বিওপি ক্যাম্প কমান্ডার শাহাবুদ্দিন জানান, গত (১১ আগষ্ট) দিবাগত রাত সাড়ে আটটার দিকে গাংনী উপজেলার

সীমান্তবর্তী খাঁসমহল গ্রামের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৩৮ এর ৪ এস নিকট সন্দেহতীতভাবে ঘোরাফেরা করার সময় বিজিবির একটি টহল টিম আটক করে তাকে। প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও সে কোনো কথা বলেনি। পরে গাংনী থানা পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, প্রথমে তাকে জেল পলাতক কোনো দাগী আসামি ভাবা হয়েছিল। পরে তার দেওয়া তথ্য নিশ্চিত করতে মানিকগঞ্জের সিংগাইর থানার সাথে যোগাযোগ করা হয়। ওই থানা পুলিশ এলাকায় গিয়ে বিস্তারিত শুনে ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছে নিশ্চিত হন সে একজন মানসিক প্রতিবন্ধী। পরে পরিবারের লোকজন ও ওই এলাকার গণমান্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে স্বজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।